PRINT

সমকাল

বঙ্গবন্ধু প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষার্থীদের অনশন চলছে, ইউজিসির তদন্ত কমিটি

১৫ ঘণ্টা আগে

সমকাল প্রতিবেদক ও গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য খোন্দকার নাসিরউদ্দিনের পদত্যাগ দাবিতে শিক্ষার্থীদের আমরণ অনশনের ষষ্ঠ দিন ছিল গতকাল মঙ্গলবার। এদিন কৃষি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সীমান্ত মালাকার অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গতকাল অনশনমঞ্চে সংবাদ সম্মেলনে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানান, উপাচার্যের পদত্যাগই একমাত্র সমাধান।

তাদের একদফা 'দুর্নীতিগ্রস্ত' উপাচার্যকে অবশ্যই সরে যেতে হবে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনায় পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)।

গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের সামনে আমরণ অনশন মঞ্চে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে গণিত বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র মো. আল গালিব 'আমরা বঙ্গবন্ধু প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা এক স্বৈরাচারী ভিসির বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি, যার নৈতিক স্খলন চরম পর্যায়ে। আমরা তার বন্দি জিঞ্জির থেকে মুক্ত হওয়ার আন্দোলন করছি।'

গত ১১ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ও দ্য ডেইলি সানের ক্যাম্পাস প্রতিনিধি ফাতেমা-তুজ-জিনিয়াকে অন্যায়ভাবে সাময়িক বহিস্কার করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ নানা মহল থেকে তীব্র সমালোচনার মুখে ১৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জিনিয়ার বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নেয়। অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, কেলেঙ্কারিসহ ১৬টি কারণ দেখিয়ে ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে উপাচার্য খোন্দকার নাসিরউদ্দিনের পদত্যাগের এক দফা আন্দোলন শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। আন্দোলন দমাতে ২১ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে সকাল ১০টার মধ্যে হল ছাড়ার নির্দেশ দেয় কর্তৃপক্ষ। পরে বহিরাগতরা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়। এ ঘটনার পর উপাচার্য পতন আন্দোলন আরও জোরদার করে শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের বিষয়ে উপাচার্য খোন্দকার নাসির উদ্দিন বলেন, 'শিক্ষার্থীরা আমার কাছে সন্তানতুল্য। তাদের সঙ্গে আমাদের মান-অভিমান থাকতে পরে। তাই তারা দাবি-দাওয়া নিয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছে। তাদের ১৪ দফা দাবি আগেই মেনে নেওয়া হয়েছে। তারা এক সময় আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেবে।' তবে শিক্ষার্থীদের হুমকি দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেন তিনি।

এদিকে ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক আলমগীর হোসেনকে প্রধান করে ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন অধ্যাপক সাজ্জাদ হোসেন, অধ্যাপক দিল আফরোজা বেগম, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক কামাল হোসেন ও উপপরিচালক মৌলি আজাদ। ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক কাজি শহীদুল্লাহ এসব তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, 'আগামী সাত কার্য দিবসের মধ্যে কমিটিকে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করব।'

এর আগে সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইউজিসিকে বঙ্গবন্ধু প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার সত্য অনুসন্ধানে তথ্য জানাতে চিঠি দিয়েছিল।

নিরাপত্তা চেয়ে পদত্যাগী সহকারী প্রক্টরের জিডি :নিরাপত্তা চেয়ে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদত্যাগী সহকারী প্রক্টর সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক মো. হুমায়ুন কবীর। সোমবার রাতে গোপালগঞ্জ সদর থানায় এ জিডি করেন। এতে তিনি বলেন, তার নামে ফেসবুকে ভুয়া আইডি খুলে বিভিন্ন ধরনের উস্কানিমূলক ও মানহানিকর স্ট্যাটাস দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া গত ২১ সেপ্টেম্বর উপাচার্যপন্থিরা তাকে গ্যারেজে পেয়ে ভয়ভীতিসহ প্রাণনাশের হুমকি দেন বলেও জিডিতে উল্লেখ করেন তিনি।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com